R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৮ই মাঘ ১৪২০ ২২শে জানুয়ারী, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

কলেজের গাফিলতিতে ২৮০৭ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত বিড়ম্বনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজে চলতি বছরে ভর্তি ২৮০৭ ছাত্রছাত্রীর কোন রেজিস্ট্রেশন হয়নি। তারা আজও ইউনিভার্সিটির স্বীকৃতি পাননি। কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়ে এই ত্রুটি ধরা পড়ে। এটা কলেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গাফিলতি ছাড়া কিছু না বলে মন্তব্য করেন কল্যাণী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার বলে খবর। ছাত্র পিছু ১০০ টাকা লেট ফি জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন ছিল ২৯ নভেম্বর ২০১৩। কোনমতেই আর রেজিস্ট্রেশন দেওয়া সম্ভব নয় একথা জানায় ইউনিভার্সিটি অথরিটি। এই পরিস্থিতিতে গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট ও কয়েকজন মেম্বার ডি.এম–এর সাথে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়ে ৮ জানুয়ারী এস.ডি.ও–র সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার নিয়ে

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে কি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হবে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা: এক লক্ষ স্কোয়ার ফুট জায়গার ওপর পাঁচতলা বিল্ডিং নির্মাণের প্রয়োজনে এল এন্ড টি কোম্পানীর একটা দল ১৩ জানুয়ারী জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বর ঘুরে দেখে। পি.ডাবলু.ডি–র ব্লু প্রিন্টও ঐ প্রতিনিধি দলকে দেখানো হয় বলে খবর। রাজ্য সরকারের নির্দেশে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চালুর জন্যই নাকি এই বিল্ডিং তৈরীর পরিকল্পনা বলে অনেকে মন্তব্য করেন। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বাদে আরো দুটি হবার

(শেষ পাতায়)

শীতলতম দিন প্রতিদিন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অস্কার ওয়াইল্ড শুনিয়েছেন এক গল্পে প্রচন্ড শীত নেমে আসার কথা। সে শীত নেমে এসেছিল দৈত্যের বাগানে। বরফ ঢেকে দিয়েছিল তার সাদা চাদর দিয়ে মাঠের সমস্ত ঘাসকে। সঙ্গে ডেকে এনেছিল উত্তুরে হাওয়াকে। হাওয়াও এসেছিল সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে, শুরু করেছিল দাপদাপানি। গর্জ্জনোন্মত্ত ছিল সে। তুষার বৃষ্টি কেও তারা ডাক পাঠিয়েছিল। বাগানের পাতাগুলো কেমন যেন নিঃসার, ফুলের কুঁড়িরা পাঁপড়ির মাঝে লুকিয়ে ফেলেছিল তাদের কচি মুখগুলো। বাগান

(শেষ পাতায়)

প্রস্তাবিত বিবেকানন্দের মূর্ত্তি নির্মাণ স্থানে শিলান্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পৌষ সংক্রান্তির দিন স্বামী বিবেকানন্দের ১৫১তম আবির্ভাব তিথিতে রঘুনাথগঞ্জ নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা মূর্ত্তি নির্মাণ স্থানের শিলান্যাস করলেন। অরিত গঙ্গাপুত্র প্রথম ইটটি গাঁথার পর অন্যান্যরা ইঁট গাঁথেন। ১৭নং ওয়ার্ডে যেখানে এক সময় খোঁয়াড় ছিল, সেখানেই গড়ে উঠবে বিবেকানন্দ শিশু উদ্যান। গ্রামান্তরে চলবে সেবাকার্য্য। গরীব প্রতিভা আর দুঃস্থ নিরন্ন পরিবারের খোঁজে চলবে সারা বছর কাজ। বক্তারা

(শেষ পাতায়)

কেন এই পরিবর্তন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ বছরের রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্রদের স্কুল ড্রেস খাঁকি প্যান্ট ও সাদা সার্ট এবার থেকে পাল্টে যাচ্ছে বলে খবর। কোন কোন শিক্ষকের মন্তব্য, ঐ ড্রেস পরলে নাকি পুলিশ পুলিশ মনে হয়। আপাতত পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু হচ্ছে এই পরিবর্তন। 'নড়বড়ে প্রশাসন থাকলে যা হয়' – এ মন্তব্য এক অভিভাবকের।

'সৃষ্টি'র দু'বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত এন.জি.ও 'সৃষ্টি' দু'বছরে পা দিল। এই উপলক্ষে ১২ জানুয়ারী এস.ডি.ও অফিসের সন্নিকটে এক সভায় স্থানীয় সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তপন মুখার্জী, এলাকার দুই

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই মাঘ, বুধবার, ১৪২০

হায় নেতাজী!

২৩ জানুয়ারী দেশের সর্বত্র নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইবে। তদুপলক্ষে তাঁহার মূর্তি ও প্রকৃতিতে মাল্যদান, এলগিন রোডস্থ নেতাজীর বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন তথা নানা স্থানে তাঁহার স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হইবে।

আপোসী স্বাধীনতার যিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, যিনি ভারতের জন্য চাহিয়াছিলেন অখন্ড স্বাধীনতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্বে যিনি এই যুদ্ধ বাধিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দেশের জন্য নানা শিল্প পরিকল্পনার কথা যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, মাতৃমুক্তির সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে হয়, যিনি পরবর্তী সময়ে গান্ধীজির দ্বারা 'The Patriot of the patriots' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ধান্দাবাজ ব্যক্তিদের দ্বারা যিনি হিটলারের কুইসলিং এবং তোজোর কুকুর ইত্যাদি আখ্যা লাভ করেন, সেই প্রকৃত দেশপ্রাণ সুভাষচন্দ্র সারা বিশ্বের দরবারে এক অপরিমেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সর্বপ্রকারের নিন্দা ও প্রশংসাকে অগ্রাহ্য করিয়া। ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি অপর রাষ্ট্রের (যেমন আমেরিকা) সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে, তবে ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা চাহিলে তাহা আদৌ দূষনীয় নহে – ইহাই তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার' – ইহা তাহার কণ্ঠ হইতে নির্দ্ধিধায় ঘোষিত হইয়াছিল। কোন কষ্টই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অশেষ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন ; জার্মানী হইতে সজাগ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া ৯০ দিন সাবমেরিণে করিয়া বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া জাপানে উপস্থিত হন – সবই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে তিনি চাহিয়াছিলেন দেশমাতৃকার পরাধীনতার নাগপাশমুক্তি।

এই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন ১৯৪৪ সালে তাবৎ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের তৎকালীন ক্রিয়াকলাপে ভারত বিভক্ত হইবার আভাস পাইয়াছিলেন এবং অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণায় তিনি বেতার ভাষণে বলিয়াছিলেন- "I vehemently oppose the Pakisthan scheme for the vivisection of our motherland ...Our divine motherland shall not be cut up." কিন্তু ক্ষমতালাভের লোভ দেশপ্রেমকে মান্যতা দিল না। সেই ভারত দ্বিধাকরণের বিষবৃক্ষ আজ মহীরূহ হইয়া দেশের মধ্যে আনিয়াছে নানা অশান্তি। নেতাজীর ভারতের স্বপ্নসাধ আমরাই – তাঁহার দেশবাসীরাই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আজ তাঁহার জন্মজয়ন্তী পালনের বিবিধ ঘটা করিতেছি। ইহা অদৃষ্টের এক পরিহাস।

দেশের মধ্যে আজ নানা রাজনৈতিক দল নিত্য স্বার্থদ্বন্দ্বে মত্ত। এক দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিতেছে অন্যদল। ফলতঃ কোন ক্ষমতাসীন দলের উপযুক্ত বিপক্ষ সেই ক্ষমতাসীন দলের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে সোচ্চার হইয়া জনকল্যাণমুখী কর্মধারার সৃষ্টি করিবে –তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। একই দলে নানা ভাঙন ; আর প্রতিপক্ষ দল সেই ভাঙনকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সুবিধা লাভে সচেষ্ট। দেশের অবস্থা তথৈবচ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চা, তাঁহার জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে রূপায়িত করিবার প্রবৃত্তি আমাদের অদ্যপি জন্মিল না – ইহাই মর্মান্তিক।

॥ শীতের বিলাস ॥

সাধন দাস

শীত এলো কোলকাতায়–গড়ের মাঠের হলুদ রোদে, কমলালেবুর খোসায়। শীত এলো চিড়িয়াখানায়, বাঘের গায়ে। শীত এলো পার্ক সার্কাসে, রবীন্দ্র সদনে, বইমেলায়। শীত এলো ট্যুরিষ্ট বাসের জানালায়,শান্তিনিকেতনে, জয়দেবে, সাগরমেলায়। শীত এলো বাজারে – ফুলকপি, রাঙা টম্যাটো, সীম, পালংশাক, গাজর আর শাকালুর শিল্পসম্ভারে। শীত এলো ব্যস্ত ফুটপাতে, কিশোরীর লাল কার্ডিগান আর পুল ওভারে, কিশোরের ব্যাগী সোয়েটারে আর নস্যি রং দস্তানায়। শীত যেন এক বাৎসরিক উৎসব নিয়ে হাজির হয় মহানগরীর পথে পথে। তবে এবারের হাড় কনকনে শীত মনে রাখার মতো।

শীতবুড়ি মহানগরীতে পশমী পোষাকের বর্ম ভেদ ক'রে এবার মরণকামড় বসাতে পেরেছে। হিমালয় থেকে বৃথায় তার কোলকাতায় আসা! তাই কোলকাতা থেকে সাত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে হাওড়া আর শিয়ালদায় দুরপাল্লার ট্রেনে চ'ড়ে অজ গাঁয়ের ইস্টিশানে নেমে, ফসল-কাটা রিক্ত মাঠের শিশির ভেজা আল বেয়ে, চুপিসারে সে কখন ঢুকে পড়ে পটলিদের কুঁড়েঘরে। ছেঁড়া ক্যাঁথার ফাঁক দিয়ে পটলির বুকে বসায় বিষদাঁত। হেল্‌থ-এর বাবুরা এসে বলে যায়-পটলির নিউমোনিয়া। পটলির বাবা দু' দুবারের ব্রঙ্কাইটিসে ভুগেও গায়ে ছেঁড়া গামছা জড়িয়ে মাটির কলসী ভ'রে খেজুর-রস নামিয়ে আনে। কুয়াশা-জড়ানো উঠোনে কাকভরে পটলির মা ধান সেদ্ধ করে। পটলির বাবা যায় লাঙল নিয়ে জমিতে। পাশের বাড়ির গৌরসুন্দরবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে যখন চায়ের কাপে চুমুক দেন, পটলি তখন নিউমোনিয়া জীর্ণ শীর্ণ শরীরে একখানা ময়লা ছেঁড়া বস্তা নিয়ে সোনাঝুরির জঙ্গলে জ্বালানীর জন্য শুকনো পাতা কুড়োয়। হায়রে পটলি!! বাপ তার খেজুর রসের জোগানদার, তবু খেজুর রসের স্বাদ তার জানা নেই। বেলা ৮ টা বাজতে না বাজতেই ওই অমৃতভান্ড চলে যায় শহরে বিলাসী বাবুদের বাজারে। পটলিও গেছে বাজারে – নলেন গুড়, পেঁয়াজকলি, ধনেপাতা, রাঙাআলু, বরবটি, ইয়া বড় রুই – জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয় পটলি। বিলাসী শীতে পটলির তেলবিহীন রুক্ষ চুল বাতাসে ওড়ে। সুজয়দের বাড়িতে আজ পৌষপার্বণ – গোকুলপিঠে, চন্দ্রপুলি, পাটিসাপটা, ক্ষীরের পায়েস। পটলি বড় বড় নখ দিয়ে পিঠ চুলকায়, খড়ি ওঠে গায়ে। বোসবাড়ির সবাই আজ গাড়ি করে যাবে পিকনিকে – অযোধ্যা পাহাড়ে। এক হাঁড়ি মাংস, রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা আর দই। পটলি

(পরের পাতায়)

শীতের কড়চা

শীলভদ্র সান্যাল

ওরেব্বাস ! কী ঠান্ডা পড়েছে মাইরি !
ঠান্ডার নামে থানায় করব ডায়েরি,
ওমা ! গিয়ে দেখি বড়–মেজবাবু
গোঁফ-ঝোলা হ'য়ে জবু-থবু কাবু
কালুর দোকানে শুধু ঘন ঘন অর্ডার দিচ্ছে চায়েরই।

ওহে ভূতনাথ ! খুব তো রোয়াব দেখালে !
কসরত ক'রে গা-গতরে তেল মাখালে !
এখন তো দেখি, কাঁপছ হি-হি-হি
গলার আওয়াজ কেন বাবা মিহি ?
বিছানায় প'ড়ে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ ক'রে জল-ভরা চোখে তাকালে!

শিবেন পুরুত কোথা পনপন ছুটছে ?
কোন পাড়া থেকে উলুর আওয়াজ উঠছে ?
মাঘের তেস্‌রা টেঁপির বিয়ে যে!
বসবে পিঁড়েয় তাই কনে সেজে,
এই হিমে যার, ঠিক ফুটবার বিয়ের ফুল তো ফুটছে।

হেভি রোজগার পাড়ার খগেন ডাক্তার
ঠান্ডায় ফের ক'রে নিলে ট্রাই লাক তার।
সর্দি-গর্মি-জ্বর-শ্লেষ্মাতে
ছুটে আসে সব দাওয়াই খানাতে
মুখে হাসি ফোটে,পার্স ভ'রে ওঠে, এমনি কি উঁচু নাক তার ?

ঠান্ডায় তবু বাজার অগ্নিমুল্য !
পিকনিকে করে চেঙরারা হৈ-হুল্লোর !
গায়ে দিয়ে ছেঁড়া কম্বল মুড়ি
ফুটপাথে ব'সে বিড়ি ফোঁকে বুড়ি !
গঙ্গা-সাগরে হরিবোল ক'রে কেউবা পটল তুলল !

হায় ইতিহাস, হায় সুভাষ

বরুণ রায়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নেতৃত্ব বরাবরি ছিল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণকামীদের হাতে। কাজেই বিদেশী শাসক ইংরেজদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ-আলোচনা চালিয়ে, সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করে শাসকদের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় নিজেদের জন্য সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের অশিক্ষিত নিরন্ন বঞ্চিত মানুষরা সচেতন হয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য লড়ইয়ের ময়দানে নেমে আসুক, সংগ্রামের পতাকা তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে রক্তমূল্যে বিদেশী (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তল্পিবাহক এদেশের শোষকদের) শোষকদের উৎখাত করুক এটা ছিল তাদের না-পসন্দ।

অখন্ড স্বাধীন ভারত গড়ার লক্ষ প্রথম এ দেশে বেছে নেয় অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলি। সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে বিদেশী শাসকদের হটিয়ে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা অর্জন করতে চেয়েছিল। তারা জানত, 'চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী।' রামধুন শুনিয়ে সাদা চামড়ার শোষকদের তাড়ানো যাবে না। বিদেশী ইংরেজদের এরা ছিল চোখের শূল। তাদের প্রচার যন্ত্র এদেরকে চিহ্নিত করেছিল 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের নামাবলিধারী অহিংস কংগ্রেস নেতৃত্ব এদেরকে 'বিপথগামী' বলে প্রচার চালিয়েছে এবং সর্বপ্রযত্নে এদের এড়িয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই প্রথম সমস্ত ছুৎমার্গ ত্যাগ করে ব্যাপকতম ভিত্তিতে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে একতাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য। সেখানে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন অবান্তর, শাসকদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতা বা আপোষ ভ্রষ্টাচার। প্রকৃত সেনাধ্যক্ষের মত তিনি জানতেন যে প্রভূত ক্ষমতাশালী ধূরন্ধর প্রতিপক্ষকে হারাতে হলে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সময়ে শত্রুকে নির্মম আঘাত হানতে হবে। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহলে রণনীতিতে শত্রুর শত্রু সাময়িকভাবে আমার মিত্র হতেই পারে।

বেপরোয়া লড়াকু সেনাপতি সুভাষচন্দ্র বরাবরই দক্ষিণপন্থী আপোষকামী কংগ্রেসী নেতাদের 'চোখের বালি' ছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন তখন এরাই তাতে বাঁধা দিয়েছিলেন। আপোষহীন সংগ্রামের ডাক দেওয়া এই নেতাকে সবরকমে অপদস্ত করে তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কিন্তু এই বিতাড়িত, বিড়ম্বিত মানুষটিই তার লক্ষ্যে অবিচল থেকে দেশের মাটি থেকে বহুদূরে আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে-'চলো দিল্লী' ডাক দিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছেন। 'তুম্ হাম্কো খুন দো, ম্যয় তুম্কো আজাদী দুঙ্গা'- এ কোন সৌখীন সভায় প্রস্তাবপাশকারী নেতার কণ্ঠের ডাক নয়। না-খেতে-পাওয়া মুমূর্ষু সেনাবাহিনীর শত্রুর শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে এই নেতাকেই বলতে পারে -'হাম গোলামিকো রোটি ঔর মুখ্নসে আজাদীকা ঘাম জাদা পসন্দ করতে হেঁ।'

শীতের বিলাস

..... (২য় পাতার পর)

নিজের অজান্তে ঢোঁক গেলে। সে শুকনো পাতা নিয়ে গেলে তার মা দুটো ফ্যানভাত চাপাবে। দাদুর জন্য চোখে জল আসে তার। গতবার এই শীতে খোলা দাওয়ায় পড়ে থেকে থেকে বুড়োটা একদিন হিম হয়ে মরে গেল।

পটলির শতচ্ছিন্ন ছেঁড়া ফ্রকের ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হাওয়া ঢোকে। গায়ের লোমকুপ খাড়া হয়। ঝর ঝর ক'রে ঝরে যায় সোনাঝুরির শুকনো পাতা। দূরের পাকা রাস্তা দিয়ে হর্ন বাজিয়ে চলে যায় ট্যুরিষ্ট বাসের সারি – যেন শীতের পাখি – সাইবেরিয়া টু আলিপুর। বুকের মধ্যে হাত জড়ো করে পটলি। জ্বর আসে তার। কাঁপতে থাকে, কাঁপতে থাকে, ...আর প্রার্থনা জানায় : ওগো শীতবুড়ি, এই হা -ভাতে অনাথ-আতুরের ঘরে অভিশাপ নিয়ে তুমি আর এসো না। আমাদের ভাঙা ঘর, ছেঁড়া কাঁথা আর মাটির দাওয়া, কোথায় বসবে তুমি ? বরং সাঁঝের ডাউন ট্রেন ধরে আবার তুমি চলে যাও শহরে, কোলকাতা, যারা তোমাকে বরণ করে নেবার জন্য চন্দ্রমল্লিকার মালা নিয়ে বসে আছে, যাদের কাশ্মীরী শাল আজও হিমায়িত হয়ে আছে ন্যাপথলিনের গন্ধে। শীতবুড়ি, অনেক তো হল, এবার যাও -'হয়তো পটলির প্রার্থনা শোনে শীতবুড়ি। তাই মর্মরিত ঝরাপাতার বনে আবার দক্ষিণা হাওয়ায় দুলে ওঠে নতুন পল্লব আর তারই ফাঁকে রঙের আগুন জ্বালিয়ে দেয় অশোক, পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া। ডেকে ওঠে ঘুমন্ত কোকিল। বনে-বনান্তে কে যেন গেয়ে ওঠে-'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ১৯৪২ এর প্রথম গণ-সংগ্রাম এবং তৎপরবর্তী নৌবিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট, ডাক–তার ধর্মঘটের অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ব্যাপকতম গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপন্ন পর্যুদস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনে অখন্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সে এক অপূর্ব সুযোগ আমাদের এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতা ভিখারী নেতৃত্ব সেদিন ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ করে দেশকে খন্ডিত করে গদি নিয়ে কাড়াকাড়িতে মাতে।

পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কোন একজন মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বেশি আলোড়িত করেনি, সংগ্রামকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পথে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর চেয়ে বেশি সফল নেতৃত্ব দেননি। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে তাদেরকে জীবন আহুতি দিতে উদবুদ্ধ করতে পারেননি।

অথচ এই মানুষটিকেই দেশে তাঁর নিজের দলের তাবড় নেতারা ষড়যন্ত্র করে দল থেকে বিতাড়িত করেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামকে জাপানী সম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া দালালদের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করেছে। আমাদের দেশের 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি পন্ডিত' এক কংগ্রেসী মহানেতা ঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত অভিযান করলে তিনি অস্ত্র নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের মৃত সৈনিকদের পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসকারী

(পরের পাতায়)

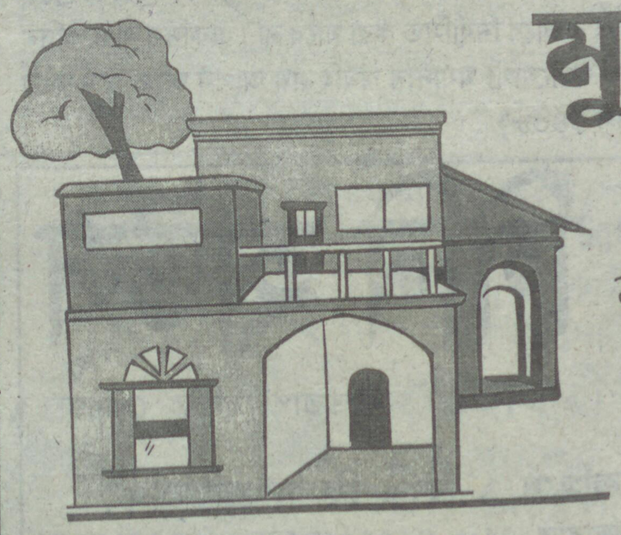

মুন্দ্রা ব্রীক ফিল্ড

প্রোঃ – কৃষ্ণকুমার মুন্দ্রা (বুড়ো)

মজবুত বাড়ী তৈরী করতে ভাল ইটের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

তালাই বাস স্টপেজ (৩৪নং জাতীয় সড়ক)

মোঃ– 935989804, 9434000757

অরবিন্দ ভবনে হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবনে ১৪ জানুয়ারী রাতে দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়। সেখানে দরজার হুকসমেত তালা খুলে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। কোন জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি বলে জানা যায়। ঘটনাটা পুলিশকে জানানো হয়েছে।

কলেজের গাফিলতিতে.....(১ম পাতার পর)

আলোচনা হয়। এস.ডি.ও ক্ষোভে মন্তব্য করেন 'ওর ছেলের মতো প্রিন্সিপ্যালকেও হাজতে পুরে দিন।' শেষে এস.ডি.ও–র পরামর্শমত ২৮০০ ছাত্রছাত্রীর নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয়। ২০ জানুয়ারী ছাত্র সংসদের নির্বাচন ছিল। লেট ফি দিয়ে যাতে ঐসব ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পান তার চেষ্টা চলছে। এরজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে ১০০ টাকা হিসাবে ২৮০৭ ছাত্রছাত্রীর জন্য ২,৮০,৭০০ টাকা ব্যয় করতে হবে। প্রিন্সিপ্যাল ডঃ আবু এল শুকরানা মন্ডল ২৯ জানুয়ারী ইউনিভার্সিটি গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও গভঃ বডি তাঁর কথায় ভরসা রাখতে পারেনি। এর প্রেক্ষিতে ১৬ জানুয়ারী কলেজে গভঃ বডির এক জরুরী সভা ডাকা হয়। ২২ জানুয়ারী গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট সহ কয়েকজন মেম্বার এস.ডি.ওর ফরওয়ার্ড করা চিঠি নিয়ে কল্যাণী যাচ্ছেন বলে জানা যায়।

শীতলতম দিন.....(১ম পাতার পর)

জুড়ে কী দাপাদাপি। এতো গল্পের কথা। তা হলে হবে কী? শীতের এবং তার সাথীদের চেহারা তো এই রকমই। সত্যিটাকে গল্পের বুনোনিতে শুধু তুলে ধরেছেন তিনি। এখন কিন্তু আর গল্প কথা নয়, একেবারে নির্জলা সত্যি। হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া ঠক্কর খাওয়া। সম্প্রতি সারা দেশ জুড়ে চলেছে প্রচন্ড ঠান্ডা। প্রতিদিন যেন শীতলতম দিন। তাপমাত্রা নেমেছে ৭° ডিগ্রী সেলসিয়াসে। উত্তর ভারত কাঁপিয়ে শীত নেমেছে পূর্ব ভারতে। পশ্চিম বাংলার সব জেলাতে তার জোরকদম দখলদারি। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে কলকাতার মনুমেন্ট, শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙ্গার মাঠ থেকে জঙ্গিপুরের সুভাষদ্বীপ জুড়ে শীতের হাওয়ায় হাড় কাঁপানো শিরশিরানি নাচন। দাঁতে দাঁত লাগছে, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি। মুখব্যাদানে অব্যয়ের উষ্ণ, হিঃ হিঃ। ঠান্ডা, কী ঠান্ডা। এ যেন বাইটিং কোল্ড। হাড়ে মাসে কামড়। আবহবিদরা বলছেন - শীত আরো নাকি বাড়বে। কী আশ্চর্য, তাহলে রোগা পটকা বুড়োগুলোর কী দশা হবে—কে জানে? অন্যরাও শীত জর্জর, জবু থবু। কুকুর বেড়ালেরাও একটু উষ্ণতার খোঁজে সারারাত ধরে চিৎকার করছে। সন্ধ্যার দীপশিখা জ্বলতে না জ্বলতে আকাশ জুড়ে কুয়াশায় ছড়ানো চাদর । তার সাথে বাতাসের পদধ্বনি। দূর থেকে ভাগীরথী সেতু কিংবা সুভাষদ্বীপের দিকে চোখ মেললে কেমন যেন অস্পষ্টতা। নদীর জলে এবং কুয়াশায় গলাগলি, টুপটাপ হিম ঝরে পড়ছে সারারাত। দৈত্যের বাগানে শীত নেমেছিল দুষ্টু দৈত্যের স্বার্থপরতার জন্যে। কিন্তু সম্প্রতি সারা দেশ জুড়ে শীতের এই দাপানি তা কিসের জন্য? নাকি অতি বৃষ্টি? না, অন্য কিছু? আবহাওয়া কর্তারা নাকি এর সহজ সমীকরণ দিতে পারছেন না। চলছে শৈত্যপ্রবাহ। জানু ভানু শীতের পরিত্রাণ। ভানুরও মাঝে মধ্যে দেখা মেলা ভার।

ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভদ্র পরিবেশে দুই কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৮৪৩৬৩৩০৯০৭

সুপার স্পেশালিটি.....(১ম পাতার পর)

কথা কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিল্ডিং তৈরী তারই ইঙ্গিত কিনা এই নিয়েও জল্পনা কল্পনা চলছে। অন্যদিকে তৃণমূলের সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের এম.পি ল্যাডের দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে দোতলা বিল্ডিং তৈরীর কাজ পুরো দমে চলছে। সেখানে আই.সি.ইউ এবং আই.টি.ইউ, এসি রুম, সেমিনার হল ইত্যাদি চালু থাকবে বলে জানা যায়।

বিবেকানন্দের মূর্ত্তি.....(১ম পাতার পর)

এই বিরাট ব্রতে সকলকে হাত বাড়িয়ে দিতে আবেদন জানান। পার্কে বাচ্চাদের জন্য বড় বড় পুতুল, স্লিপিং সহ স্বামীজীর বইপত্রের উপর রাখা হবে একটি ছোট্ট পাঠাগার। আলো ও ফোয়ারা দিয়ে সাজবে পার্ক। সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী জানান, সাধ্য কম, স্বপ্ন বেশী। তবে শহরের মানুষের যেরকম সাড়া তাতে মনে হয় কোন কিছুতেই বাধা আসবে না।

'সৃষ্টি'–র.....(১ম পাতার পর)

বিধায়ক মহঃ সোহরাব ও মহঃ আখরুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে ৩০০ কম্বল বিলি করা হয়। এক সাক্ষাতকারে সৃষ্টির সম্পাদক বিকাশ নন্দ জানান, আমরা অষ্টম, নবম, দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে টিউশন ফিস, বইপত্র দিয়ে থাকি। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলো টাকার অভাবে মেয়েদের বিয়ে দিতে পারে না। ঐসব পরিবারে গণবিবাহের ব্যবস্থা নিচ্ছি। জঙ্গিপুর পুর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্বামীজীর একটা ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিও আমরা বসানোর ব্যবস্থা নিয়েছি। এম.পি. এবং এম.এল.এ.–এর ল্যাডের টাকায় এই মূর্ত্তি নির্মাণ হবে। এ ব্যাপারে পুরসভাকে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

হায় ইতিহাস.....(২ পাতার পর)

'ভারতপ্রেমিক' (!) বৃটিশ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে নাচানাচি করতে এই নেতার বাধেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগ্রামের সুফল পরবর্তীকালে নির্লজ্জভাবে নিজেদের কাজে লাগাতেও এই নেতাদের বাধেনি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যথাযোগ্য মর্যাদায় অঙ্গিভুত হতে পারেনি, সরকারি অফিস আদালতে সুভাষচন্দ্রের ছবি আজও নিষিদ্ধ। অন্ত্যজ। স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারী ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগ্রামের ইচ্ছাকৃত অবমুল্যায়ন হয়েছে। আমাদের মরণজয়ী বিপ্লবীদের আত্মাহুতির যেন কোন গুরুত্ব নাই। দেশ বিদেশে ঢক্কা নিনাদে প্রচারিত হচ্ছে, অহিংস সংগ্রামের পথে নাকি স্বাধীনতা অর্জন করে আমরা বিশ্বে নতুন পথ দেখিয়েছি। 'সত্যমেব জয়তে'র উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাবাণীর কি নির্মম পরিহাস, কি নির্লজ্জ ভণ্ডামি।

কিন্তু এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। এই লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাদের অন্যতম নেতা জনগণমন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রকে মানুষের হৃদয় থেকে এভাবে নির্বাসিত করা যাবে না। একদিন না একদিন ইতিহাস তাঁদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বমহিমায় আপন অঙ্কে স্থান করে দেবে। (প্রকাশকাল ১৪০৮)

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।